জীবননগরে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সহায়তার আবেদন কৃষক সংগঠনের

জীবননগরে ন্যায্য মুল্যে সার,বীজ,কীটনাশক বিক্রয়,ডিলারদের দোকানে সরকারি বরাদ্ধের পরিমান তালিকা প্রদর্শন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ জাওয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সহায়তার জন্য আবেদন করলেন কৃষক সংগঠন দি এশিয়া ফাউন্ডেশন।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় কৃষক সংগঠন দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং রিসো সংস্থার সহযোগিতায় কৃষকদের বিভিন্ন দাবী তুলে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলামের নিকট একটি স্বারক লিপি প্রদান করেন ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কৃষক সংগঠন দি এশিয়ার সভাপতি আকিমুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক রাজেদুল ইসলাম,আতিয়ার রহমান,জহুরুল ইসলাম,শাহাববুদ্দিন,শহিদুল ইসলাম,শফিকুল আলম নান্নু প্রমুখ।

জীবননগরে যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় গৃহবধৃকে নির্যাতন

জীবননগরে যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় গৃহবধৃকে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে স্বামী দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে। গত শনিবার বিকালে দর্শনা থানার কুন্দিপুর বেলেমাঠ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতিত গৃহবধু সাবিনা (২০) দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গবর গাড়া গ্রামের মৃত মোফাজ্জেল হোসেনের মেয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, ২০২১সালের প্রথম দিকে পারিবারিক সিদ্ধান্তের মতামতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাবিনার সঙ্গে দেলোয়ারের বিয়ে হয়। বিয়ের দুই মাস পর দেলোয়ার একটি দোকান দেওয়ার জন্য সাবিনার ভায়ের নিকট থেকে যৌতুক হিসাবে এক লক্ষ টাকা

দাবি করলে তারা সেই দাবি মেনে নিয়ে নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে দেয় পরবর্তীতে আবার এক লক্ষ টাকা দাবি করলে সেই টাকা দিতে অপারাগত জানাই সাবিনা সেই থেকে কারনে অকারণে তাকে মারধর করতে থাকে। কিন্তু সাবিনার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তার সমস্থ দায়ভার পড়ে ভায়ের উপর ভায়ের দিকে তাকিয়ে সাবিনা টাকা আনতে রাজি না হওয়ায় তাকে ৫দিন ঘরের মধ্যে আটকে রাখে এবং খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। এ সংবাদ শুনে সাবিনার ভাই শিপন গত শনিবার দর্শনা থানা পুলিশের সহযোগিতায় ওই বাড়ি থেকে গুরুত্বর আহত অবস্থায় সাবিনাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

গৃহবধু সাবিনা অভিযোগ করে বলেন, তার স্বামী দেলোয়র যৌতুকের টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে সে টাকা আনতে অপরাগত জানালে তাকে তার স্বামী ও তার ভাই ওসমান মিলে মারধর করে। এবং খাবার না দিয়ে ঘরের মধ্যে ৫দিন যাবৎ আটকিয়ে রাখে।

নির্যাতিত গৃহবধু সাবিনার ভাই শিপন বলেন, বিয়ের সময় তার কোন দাবি ছিল না পরে টাকার জন্য আমার বোনকে মারধর করে বোনের সুখের জন্য আমরা কষ্ঠ করেও তাকে যৌতুক হিসাবে নগদ ১লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আবার সে টাকা দাবি করে টাকা দিতে দেরী হওয়ায় আমার বোনকে খাবার না দিয়ে ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখে। এ খবর শুনে আমি দর্শনা থানাতে যেয়ে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আমার বোনকে সেখান থেকে গুরুত্বর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করি।

দেলোয়ার হোসেন, বলেন আমি কোন টাকা চাইনি এবং তারা ও আমাকে কোন টাকা দেয়নি আমার স্ত্রী প্রায় তার বাবার বাড়িতে চলে যায় আমি নিষেধ করলে সে গলাই দড়ি দিতে যায় আমি তার বাবার বাড়িতে যেতে মানা করা সত্বেও যখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তাকে আমি একটা চড় মেরেছি। তা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে যৌতুক নেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ হেলেনা আক্তার নিপা বলেন, সাবিনার শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এখন অনেকটাই সে সুস্থ আছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) লুৎফর কবির বলেন, যৌতুকের জন্য গৃহবধুকে নির্যাতন করেছে এমন কোন অভিযোগ থানায় এখন কেউ

করেনি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় নতুন ব্রীজ নির্মানের দাবী এলাকাবাসীর

আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের হাড়গাড়ী গ্রামের পাশে কুষ্টিয়া মীরপুর উপজেলার বাজিতপুর-আলমডাঙ্গা ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ায় জনজীবন হুমকির মুখে পড়েছে। যে কোন মুহুর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জানাগেছে, কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর উপজেলার শেষ শীমান্ত সুকচা- বাজিতপুর গ্রাম সহ প্রায় ১০/১৫ টি গ্রামের মানুষ এই ব্রীজ দিয়ে পারাপার করে থাকে।

তাদের চলাচলের একমাত্র ব্রীজটি বর্তমানে হুমকির মুখে। ঐ অঞ্চলের মানুষের উৎপাদিত ফসল আলমডাঙ্গা বাজারে বিক্রয় করে কৃষকবৃন্দ।

ঐ সব গ্রামের ছেলে,মেয়েরা লেখাপড়া করতে আলমডাঙ্গা বাজারের বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সরকারি কলেজ, মহিলা কলেজে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করছে। এর কারন জানতে চাইলে, বাজিতপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জেত আলী মিস্ত্রী,হাড়গাড়ির সোহাগ আলী,মাহবুবুল মেম্বার বলেন, আমাদের সুকচা, বাজিতপুর গ্রাম থেকে মীরপুর অথবা আমলা সদরপুর প্রায় ১০ কিলোমিটার দুরে। যে কারনে তারা আলমডাঙ্গা মুখি হতে বাধ্য হয়। সরেজমিন ঘুরে জানাগেছে, ব্রীজটি এলজিইডি কতৃক নির্মিত হয়েছিল। তখন শুধু মাত্র মানুষ চলাচল করার উপযোগী করে ব্রীজটি নির্মান করা হয়।বর্তমানে ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ায় এলকাবাসি ঝুকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের একজন উপ-সহকারি প্রকৌশলী বলেন, প্রায় ২০/২৫ বছর আগে ব্রীজটি মানুষ চলাচলের উপযোগী করে বানানো হলেও অত্র অঞ্চলের মানুষ তাদের

উৎপাদিত ফসল আলমডাঙ্গা বাজারে বিক্রয় করে থাকে। যে কারনে ব্রীজটি অল্প সময়ে ১০/১৫ বছরের মধ্যে ভাংতে ভাংতে বর্তমানে প্রায় অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে।

এলাকাবাসি জানান, নতুন করে ব্রীজটি চওড়া করে নির্মান করা হলে গাড়ী ও মানুষ চলাচলের জন্য ফুটপাত তৈরী করা হলে আলমডাঙ্গার ও মীরপুরের মধ্যে নতুন সংযোগ স্থাপনে নতুন দীগন্তের সুচনা হবে।

এলাকার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ও বাজার হাট করাসহ ফসল বিক্রয়সহ আলমডাঙ্গার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। সব কিছুতেই প্রান ফিরে পাবে। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সুকচা বাজিতপুরের মানুষের সাহসী ভুমিকার জন্য মানুষ আজও স্বরন করে।

তৎকালীন সময়ের ১৯৭১ সালের ১৩ আগষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জামসেদ নুরী টগর সুকচা বাজিতপুর ব্রীজের কাছে পাক সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল।

এলাকাবাসির দাবী অতি দ্রুত ব্রীজটি নির্মান করে অত্র অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগ নিস্পাত হবে। এই ব্রীজটি নতুন করে নির্মান করার বিষয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্শন করেছে এলাকাবাসি।

কার্পাসডাঙ্গায় ভৈরব নদি খনন কাজের উদ্বোধন; ব্যয় ১৮কোটি টাকা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ভৈরব নদ পূনঃখনন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলার সুবলপুর গ্রামের ৭৩ কিলোমিটার হতে ৮৪ দশমিক ৬ শত এর মধ্যে ১১.৪০ কিলোমিটার নদ খননের কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

রবিবার সকালে ভৈরব নদের পাড়ে সুবলপুরে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর প্রধান অতিথী উপস্থিত থেকে এই কাজের

উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুপারিনটেনডেন্ট মো. আব্দুল হামিদ, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিবার্হী প্রকোশলী আরিফ আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু,কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান,ভুট্টু, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওহিদ,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হয়রত আলী,কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন কৃষিক লীগের সাধারন সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক আবু বক্কর, কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন আ:লীগের ত্রান বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ আলী, যুবলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ প্রকাশের পর বই ফেরত দিলেন প্রধান শিক্ষক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া বই ফেরত দিতে শুরু করেছেন প্রধান শিক্ষক আরিফা খাতুন। গত ১৯ ডিসেম্বর বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এব্যাপারে নড়েচড়ে বসেন।

৪র্থ শ্রেনীর ছাত্রী ফারহানার অভিভাবক তার মা’ বলেন, আমার মেয়ে চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। গত বুধবার স্কুলের শিক্ষকরা আমার মেয়ে সহ অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে পুরাতন বই গুলো নিয়ে নিয়েছে। যখন বই নেয় তখনও স্কুলে ক্লাস চলছিলো।

রবিবার দপ্তরীর মাধ্যমে খবর পাই, যে ফারহানা স্কুলে এসে যেন বই

ফেরত নেয়, আমার মেয়ে স্কুলে যে এ বই ফেরত নিয়ে এসেছে।উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালাম বলেন, আমি নিজে স্কুল ভিজিট করেছি, বই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষককে নিদের্শ দিয়েছি, শিক্ষার্থীদের বই ফেরত দিতে। তবে বই জমা নেওয়া অন্যায়।

এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ করেছি, জবাব সন্তসজনক না হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয় অত্র বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আরিফার মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন দিয়েও তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির মুঠোফোনে ফোন দিলে তিনি জানিয়েছেন, আমি অসুস্থ। এবিষয়ে আমি আজ শুনেছি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এসে বই ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে,, আজ কিছু শিক্ষার্থী বই ফেরত দিয়েছে। সেজন্য আমি এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য করতে চাইছি না।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বই ফেরত নিলেন প্রধান শিক্ষক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক বই ফিরিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তিনি ওই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরকারের দেয়া বই ফিরিয়ে নেন।

গত মঙ্গলবার ও বুধবার সকালে ওই বিদ্যালয়ের দুটি শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী তাদের বই ফিরিয়ে দেয়। সরকারি ভাবে কোন নির্দেশনা না থাকলেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বই ফিরিয়ে নেয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীতের ভিতর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এ ঘটনায় চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরিফা খাতুনকে মৌখিক ভাকে শোকজ করা হয়েছে। শনিবার সরকারি অফিস

বন্ধ থাকায় রোববার শোকজের কপি প্রধান শিক্ষকের নিকট পাঠানো হবে বলে জানান দামুড়হুদা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

একাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আরিফা খাতুন ওই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদেরকে চলতি বছরের তাদের ব্যবহৃত বই ফেরত দিতে বলেন। সকল শিক্ষার্থীদের তিনি সাফ জানিয়ে দেন যারা পুরাতন বই ফেরত না দিবে তাদেরকে পরবর্তী ক্লাসের নতুন বই দেয়া হবে না।

সেই অনুযায়ী গত বুধবার শিক্ষার্থীরা তাদের যার যার বই প্রধান শিক্ষকের নিকট ফেরত দেয়। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফারহানা বলেন, আমি বই দিতে না চাইলে আমাকে পরবর্তী ক্লাসের নতুন বই দেয়া হবে না বলে প্রধান শিক্ষক জানিয়ে দেয়। আমি বই ফেরত দিয়েছি। চাকুলিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরু গুলজার বলেন, আমার এক নাতনী ওই বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। প্রধান শিক্ষক তার বই ফেরত নিয়েছে। শুনেছি সরকারি ভাবে বই ফেরত নেয়ার কোন নিয়ম নেই। তারপরও কেন বই ফেরত নেয়া হলো আমার জানা নেই।

এদিকে, সরকারি বই ফেরত নেয়ায় অত্র এলাকার অভিভাবকদের ভিতর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আরিফা খাতুনের মুঠো ফোনে একাধিকবার কল করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ ব্যপারে জানতে চাইলে দামুড়হুদা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বই ফেরত নেয়ার বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে, সরকারি ভাবে বই ফেরত নেয়ার কোন নির্দেশনা আমাদের দেয়া হয়নি। বিষয়টি শোনার পর আমি ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আরিফা খাতুনকে মৌখিকভাবে শোকজের নির্দেশ দিয়েছি। যেহেতু আজ শনিবার অফিস বন্ধা সে কারনে আগামীকাল রোববার অফিস খোলার পর লিখিতভাবে শোকজের কপি প্রধান শিক্ষাকের কাছে পাঠাবো।

দর্শনায় আলোচিত ইয়াবা সম্রাট শাহজান খোড়া গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে দর্শনা আকন্দবাড়িয়ার আলোচিত ইয়াবা সম্রাট শাহজান খোড়া (৪৭) কে গ্রেফতার করেছে। সেই সাথে গ্রেফতারকৃত আসামীর দখল হতে উদ্ধার করা হয়েছে মাদকদ্রব্য ইয়াবা।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ, এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই মাসুদ রানা, এএসআই আনোয়ারুল হক, এএসআই শাহিন আলম, এএসআই কাজী আব্দুল মান্নান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়ীয়া গ্রামে পরিচালনা করে।

এসময় ২২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ এলাকার আলোচিত ইয়াবা সম্রাট শাহজাহান আলী ওরফে শাহজান খোড়াকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের মাঝপাড়ার
মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের সিডিএ ও সিআইসিদের সাথে মতবিনিময়

অনুষ্ঠিত

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের সিডিএ ও সিআইসিদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে দর্শনা কেরুজ ট্রেনিং কমপ্লেক্সে চিনিকলের সিডিএ,সিআইসিদের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি থেকে মতবিনিময় করেন, ঢাকা বি,এস,এফ,আই,সি’র প্রধান সিপিই, ও প্রধান টিএস এর দায়িত্বে অতিরিক্ত কৃষিবিদ দিলীপ কুমার সরকার। আলোচনায়, দর্শনা কেরুজ চিনিকলে চলতি ২০২১-২০২২ মাড়াই মৌসুমের প্রক্কালে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ডগামুক্ত আখ সরবরাহ করা এবং ২০২১-২০২২ রোপন মৌসুমে আখ রোপন অগ্রগতি, একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও লখ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষে সিডিএ ও সিআইসিদের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মহা-ব্যবস্হাপক (কৃষি) গিয়াস উদ্দিন, কেরু’র শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহামেদ সবুজ, সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ) আব্দুর রউফ, ব্যবস্থাপক (বীজঃ পঃ কৃষি তত্ব) দেলোয়ার হোসেন, সিপিও মাহাবুবুর রহমান সহ সকল সাবজোন প্রধান ও সকল সাবজোনের সিডিএ, সিআইসিগণ।

আলমডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে সারা বাংলা ৮৮ বন্ধু মিলন মেলা

আলমডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিন ব্যাপি ‘সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা’ প্যানেলের আয়োজনে বন্ধুদের নিয়ে মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টায় আলমডাঙ্গার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে আনন্দ র্যালী বের হয়ে আলমডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

র্যালী শেষে সারা বাংলা সাংস্কৃতিক ফোরামের কো-অর্ডিনেটর এমদাদ হোসেনের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা জয়েন্ট কো- অর্ডিনেটর চঞ্চল মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর, আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, বন্ধু ৮৮ প্যানেলের জেলা জয়েন্ট কো-অর্ডিনেটর শামস আবীর, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান বাবু, মডারেটর লাবল্য মারু, জেলা কো-অডিনেটর, ডাক্তার সাঈদ মেহবুব উল কাদির, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেন, আনোয়ার হোসেন, নাসিম ফরহাদ, মিজানুর রহমান, নাসির উদ্দিন এটম, সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মুজতবা, শারমিন দিলারা প্রমূখ।

অনুষ্ঠান শেষে ৮৮ বন্ধু প্যানেলের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বন্ধুদের মধ্যে র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনায় স্থানীয় বুদ্ধিজীবি দিবস পালিত

দর্শনা স্থানীয় শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯টায় দর্শনা সরকারী কলেজ ক্যাম্পাস চত্বরে স্থাপিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পণ, শহীদের স্বরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মহাফিল অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদের স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পণ করে দর্শনার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠণের নেত্রীবৃন্দ। দর্শনা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা ও দোয়া মহফিলের শুরুতেই কোরন তেলোয়াত করেন, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

আলোচনা সভা ও দোয়া মহফিলে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু, দর্শনা সরকারী ককলেজের সহকারী উধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, জয়নাল আবেদীন, আব্দুস সবুর ও পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের যুগ্ন-সম্পাদক এসএএম জাকারিয়া আলম, দর্শনা গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, দর্শনা সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, দর্শনা সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাত ৩টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজের ৩ শিক্ষক অধ্যক্ষ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক নাসীর উদ্দিনকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে পাক-হানাদার বাহিনী। কোথায় কখন হত্যা করে আজ অবদি তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।